১৩.৪. শঙ্করের মতে ব্রহ্ম বা আত্মা
(Sankara's Concept of Brahman or Átman)

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্যকে একটি মাত্র শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন :

'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ।'

অর্থাৎ, যা কোটি কোটি গ্রন্থে এ যাবৎ বলা হয়েছে, একটি শ্লোকেই তা আমি প্রকাশ করছি—**'ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন।**

ব্রহ্ম কি ? ('বৃহৎ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে হয় ব্রহ্ম। বৃহ + মন = ব্রহ্ম। 'বৃহ' অর্থে 'ব্যাপক' আর 'মন' অর্থে 'অতিশয়'। তাহলে 'ব্রহ্ম' কথাটির মানে হয়— 'যা ব্যাপকতম বা মহত্তম, যা জীবজগতের পরমতত্ত্ব।) শঙ্কর ন্যায়শাস্ত্রের দুটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করে তাঁর ব্রহ্মবাদ বা আত্মতত্ত্ব গঠন করেন— **তাদাত্ম্য নিয়ম (Law of Identity) ও বিরোধ বাধক নিয়ম (Law of Contradiction)**। প্রথম নিয়ম অনুসারে, পরমতত্ত্ব বা সত্য যা, তা সর্বদাই তাই। দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে, সদসদ্ একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। যা সৎ তা কখনই অসৎ নয় ; যা অসৎ তা কখনই সৎ নয়। এই দুটি নিয়ম অনুসরণ করে শঙ্কর বলেন, পরমতত্ত্ব বা সত্যের অবস্থান্তর নেই, পরমতত্ত্বের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, কোন ভেদ নেই। ব্রহ্ম বা আত্মা নির্বিকার, নির্বিরোধ, ভেদরহিত। ব্রহ্ম বা আত্মাই পরমতত্ত্ব বা চরমসত্য। **বিষয়গতভাবে (Objectively) যা ব্রহ্ম, বিষয়ীগতভাবে (Subjectively) তাই আত্মা। বহির্জগতের বিভিন্নতার মধ্যে যা অনুবর্তমান অর্থাৎ সাধারণভাবে থাকে, তাই ব্রহ্ম ; আর মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থায় যা অনুবর্তমান, তাই আত্মা।**

বহির্জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের, যথা—ঘট পটের, নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং' অনুবর্তমান। 'অস্তি' অর্থে 'সৎ' বা 'সত্তাবান' ; 'ভাতি' অর্থে 'প্রকাশ' বা 'চৈতন্য' (কেননা, চৈতন্য স্বপ্রকাশ) এবং 'প্রিয়ং' অর্থে 'আনন্দময়'। জ্ঞানীয়বস্তু মাত্রই সৎ, চৈতন্যে প্রকাশমান (ভাতি) এবং আনন্দদায়ক। নাম ও রূপ অনুবর্তমান না হওয়ায়, তাদের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পরমার্থিক সত্তা নেই। **বহির্জগতের নানা বিষয়ে অনুবর্তমান এই সৎ-চিৎ-আনন্দই শুদ্ধবিষয় বা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ।**

বিষয়ীগত দিক থেকে আত্মাই পরমার্থসৎ—জীবের চার প্রকার অবস্থার মধ্যে অনুবর্তমান শুদ্ধবিষয়ী হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা (জীবের চার অবস্থা হচ্ছে—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়) জাগ্রত অবস্থায় চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। চেতনার বিষয় চেতনা-নির্ভররূপে থাকে না, স্বতন্ত্রভাবে থাকে। জাগ্রতকালীন চেতনার জগতের ব্যবহারিক সত্যতা আছে। স্বপ্ন-চেতনায় চেতনা ও চেতনার বিষয় উভয়ই থাকে। স্বপ্ন-চেতনার বিষয়ের ব্যবহারিক সত্যতা না থাকলেও প্রাতিভাসিক সত্যতা আছে— স্বল্পকালীন চেতনার বিষয় স্বপ্নকালে প্রতিভাত হয়। স্বপ্ন-চেতনার বিষয় বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক নয়। বন্ধ্যাপুত্রকে কখনই দেখা যায় না ; কিন্তু স্বপ্নের বিষয় স্বপ্নকালে দৃষ্ট হয়। সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় কেবল **শুদ্ধচৈতন্য** থাকে, চেতনার বিষয় থাকে না। গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা এমন বলি, 'ঘুমটা ভাল হয়েছিল'। সুষুপ্তি অবস্থায় চেতনা বা জ্ঞান না থাকলে এমন বলা সম্ভব হয় না। সুষুপ্তি অবস্থা আনন্দময় অবস্থা, অর্থাৎ এই

অবস্থায় চেতনা আনন্দস্বরূপে থাকে, যদিও তা সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী নয়। তুরীয় বা সমাধি অবস্থায় সাধক শুদ্ধচৈতন্যকে দীর্ঘকাল ধরে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। জীবের এই চার অবস্থায় অনুবর্তমান **শুদ্ধচৈতন্যই** হচ্ছে আত্মা। জীবের সব অবস্থাতেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবাধিত। অন্য সব কিছুর অস্তিত্বকে সংশয় করা গেলেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্বকে সংশয় করা যায় না, কেননা সেই সংশয়ও এক চেতনক্রিয়া। কাজেই, **আত্মা অবাধিত, এবং যার বাধ হয় না তাই পরমতত্ত্ব বা সত্য। আত্মাই পরমার্থসৎ।**

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, **শুদ্ধবিষয় ও শুদ্ধবিষয়ী ভিন্ন হতে পারে না, কেননা ভেদ মিথ্যা।** পরমতত্ত্ব বা সত্যকে হতে হবে সর্বব্যাপী, অসীম। যা অসীম তা একাধিক হতে পারে না, তা একমেবাদ্বিতীয়ম্। পরমতত্ত্ব অভেদ, অদ্বয়। কাজেই, **বহির্জাগতিক পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম ও মনোজাগতিক পরমতত্ত্ব আত্মা ভিন্ন নয়। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ। যা আত্মা তাই ব্রহ্ম।** যা ব্রহ্ম তাই আত্মা। এই অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মাই জড়জগৎ ও জীবজগতের সারসত্ত্ব। জীব ব্রহ্মই। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত—ব্রহ্মভিন্নভাবে জগৎ মিথ্যা। মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হয়।

ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হলে তার লক্ষণ জানা প্রয়োজন। যে লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের ধারণা হয়, তা হল **স্বরূপ লক্ষণ**. আর যে লক্ষণ ব্রহ্মের স্বরূপে প্রযোজ্য নয়, তা হল **তটস্থ লক্ষণ**। ব্রহ্ম-নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, অদ্বয়, বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র—এসব ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, কেননা এসব কথার মাধ্যমে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, পালক, সংহারক—এসব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, কেননা এসব কথার মাধ্যমে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় না। ব্রহ্মের এসব গুণ অনিত্য ও আগন্তুক।

ব্রহ্ম নিরুপাধিক। ব্রহ্মের কোন উপাধি বা বিশেষণ নেই। ব্রহ্ম দ্রব্য (**substance**) নয়, কেননা দ্রব্য মাত্রই দৈশিক এবং ব্রহ্ম দেশে অবস্থান করে না। ব্রহ্ম অদৈশিক। ব্রহ্ম জগতের **কারণ নয়**, কেননা কার্য-কারণ কালিক ঘটনা। ব্রহ্ম আকালিক। ব্রহ্ম অনির্বাচ্য। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে গেলে তাকে কোন জাতি (genus) অথবা ক্রিয়া অথবা গুণ অথবা সম্বন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হয় ; কিন্তু ব্রহ্মের কোন জাতি নেই, ক্রিয়া নেই, গুণ নেই এবং ভেদ না থাকায়, এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ব্রহ্ম সম্পর্কিত হতে পারে। **ব্রহ্মের স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় অথবা স্বগত ভেদ নেই।** সমজাতীয় দুটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যে ভেদ, তা স্বজাতীয় ভেদ। যেমন—একটি বৃক্ষের সঙ্গে অন্য এক বৃক্ষের ভেদ। দুটি ভিন্নজাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যে ভেদ, তা বিজাতীয় ভেদ। যথা—একটি বৃক্ষের সঙ্গে পর্বতের ভেদ। একই বস্তু বা ব্যক্তির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ, তা স্বগত ভেদ। যেমন—একটি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পত্র-পুষ্পের মধ্যে ভেদ। ব্রহ্ম এই তিনপ্রকার ভেদরহিত। অদ্বয় ব্রহ্মের সদৃশ বস্তু না থাকায়, স্বজাতীয় ভেদ নেই ; বিসদৃশ বস্তু না থাকায়, বিজাতীয় ভেদ নেই ; ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিরংশ হওয়ায়, স্বগতভেদও নেই। ভেদের উল্লেখ করেই বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া যায়। **ব্রহ্ম অভেদ**, তাই অবর্ণনীয়, অবাচ্য।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ। বিশেষণ প্রয়োগ করলে বিশেষ্যের ভেদ নির্ণয় করা হয় এবং ভেদ মিথ্যা। আবার বিষয়ে গুণারোপ করলে বিষয়টি সীমিত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। 'ফুলটি লাল' বললে 'লাল' বিশেষণ এবং 'ফুল' বিশেষ্যের মধ্যে ভেদরেখা টানতে হয়। আবার, 'ফুলটি লাল'

বললে এমনও বোঝায় যে, 'ফুলটি নয় অ-লাল'। এরূপ ক্ষেত্রে লালের এবং অ-লালের দুটি ভিন্ন জগৎ পরস্পর পরস্পরকে সীমিত করে। ব্রহ্ম সকল প্রকার ভেদরহিত এবং অসীম। কাজেই, ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং নির্গুণ।

ব্রহ্ম নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মের কোন বিকার বা অবস্থান্তর নেই। 'বিকার' হচ্ছে পরিবর্তন এবং পরিবর্তন অভাবের সূচক। ব্রহ্মের কোন অভাব নেই। ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ। এজন্য ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। জগৎ ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম নয়। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত বা প্রতিভাত রূপ মাত্র। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। ব্রহ্ম অতিরিক্তভাবে জগৎ নেই।

সৎ, চিৎ এবং আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নয়, এসব হচ্ছে ব্রহ্মস্বরূপ। 'ব্রহ্ম সৎ' বলতে বোঝায়, 'ব্রহ্ম সৎস্বরূপ বা সনাতন সত্তা'। 'ব্রহ্ম চিৎ' বলতে বোঝায়, 'ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ'। 'ব্রহ্ম আনন্দ' বলতে বোঝায়, 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ'। সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি শব্দ আবার অভাবেরও সূচক। অভাবের সূচকস্বরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করে। 'সৎ' অর্থে 'অসৎ নয়' ; 'চিৎ' অর্থে অচিৎ' জড় নয়' ; এবং 'আনন্দ' অর্থে 'দুঃখস্বরূপ নয়'। নেতি, নেতিভাবে অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই নয়', 'ব্রহ্ম ঐ নয়'—এভাবেই কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এমনকি শঙ্করের মতে, ব্রহ্মকে 'এক' বলাও সঙ্গত নয়, কেননা সেক্ষেত্রে 'এক' একটি সংখ্যাগুণরূপে ব্যবহৃত হয়। এজন্যই শঙ্কর ব্রহ্মকে 'এক' না বলে 'অদ্বয়' বা 'অদ্বৈত' বলেছেন। 'ব্রহ্ম দুইও নয়'—এমন নঞর্থক বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। উপনিষদে একারণে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'নির্গুণগুণী'।

তবে, শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্ম অনির্বাচ্য, নির্গুণ, নির্বিশেষ, প্রমাণাতীত হলেও তা শূন্য নয়। ব্রহ্ম সম্পর্কে শঙ্করের 'নেতি', 'নেতি' বর্ণনার জন্য অনেকে, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে বৌদ্ধ শূন্যবাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন এবং শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' রূপে অভিযুক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শঙ্করের ব্রহ্ম শূন্য নয়, বরং ব্রহ্মই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। তবে, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিকল্প না থাকায় ব্রহ্ম নির্বিকল্পক। যা বিকল্পরহিত তাকে ইতিবাচক বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এজন্যই, নেতিবাচক শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করতে হয়। স্পষ্টতই, শঙ্করের নির্গুণ ও নির্বিশেষ 'ব্রহ্ম' মাধ্যমিক বৌদ্ধদের 'শূন্য' নয়।

নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল উপলব্ধির বিষয়, আলোচনার নয়। ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে, নির্গুণ ব্রহ্মকে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করে অর্থাৎ সগুণ কল্পনা করে আলোচনা করতে হয়। শঙ্করের মতে, এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে কল্পনা করা হয়। এসব গুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। পরমার্থিক দৃষ্টিতে যা নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাই সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। শঙ্কর সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বকে পরামার্থসৎ না বললেও ঈশ্বর আরাধনাকে নিষ্প্রয়োজন বলেননি। সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বর আরাধনা নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির সোপানস্বরূপ। ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি না হলে ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। ঈশ্বর পূজার মাধ্যমেই মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে যে জগৎ সত্য নয়, মিথ্যা ; কাজেই জগতের স্রষ্টা-পালক-সংহারকরূপে ঈশ্বরও মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে সাধক এই সত্য উপলব্ধি করে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ও জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর মিথ্যা, এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

১৩.৫. ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বা নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম (Brahman & Ishvara or Nirguna Brahman & Saguna Brahman)

অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করের মতে নির্গুণ ও অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্ম অবাঙমানসগোচর। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। ব্রহ্মকে আলোচনার বিষয় করা যায় না। ব্রহ্মকে কেবল 'নেতি' 'নেতি'-ভাবে—'ব্রহ্ম এই নয়', 'ব্রহ্ম ঐ নয়'—এভাবে উপলব্ধি করতে হয়। তবে, অনির্বাচ্য হলেও ব্রহ্ম শূন্য নয়। নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরমার্থসৎ। নির্গুণ ব্রহ্মকে আলোচনার বা জ্ঞানের বিষয় করতে গেলে তা জ্ঞানীয় বিশেষণে সগুণ ব্রহ্মে পরিণত হয়। স্বরূপত নির্গুণ ব্রহ্মের আলোচনায় ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা, রক্ষক, সংহারক ইত্যাদিরূপে চিন্তা করতে হয়। এই সগুণ ব্রহ্মই, শঙ্করের মতে, ঈশ্বর। পরমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, আলোচনার বিষয়রূপে অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সেই ব্রহ্মই সগুণ। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন নয়। যা ব্রহ্ম তাই ঈশ্বর। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গির। **জগতের সঙ্গে সম্পর্করহিতভাবে ব্রহ্ম নির্গুণ, জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ ঈশ্বর।** বস্তুতঃ নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। জ্ঞানের বিষয়রূপে আলোচনা করতে গেলে নাম-রূপ ও উপাধিযুক্ত করে নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণরূপে আলোচনা করতে হয়। মায়া **উপহিত হয়ে নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়।** মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। উপনিষদকে অনুসরণ করে শঙ্কর নির্গুণব্রহ্মকে বলেছেন **'পরব্রহ্ম'** আর সগুণ ব্রহ্মকে বলেছেন **'অপরব্রহ্ম'**। যা পরব্রহ্ম তাই অপরব্রহ্ম। পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গির। অজ্ঞানগম্য ব্রহ্মকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জ্ঞানীয় বিষয় করলে তা অপরব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়।

শঙ্কর জগতের ব্যবহারিক সত্যতা অস্বীকার করেননি। জগৎ আমাদের সকলের কাছেই সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। **জগতের এই ব্যবহারিক সত্যতাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই শঙ্কর সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উল্লেখ করেছেন।** মায়া উপাধি উপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা জগৎরূপে প্রকাশিত হন, আর জীব তার অবিদ্যাবশত এক ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের নানাত্বকে সত্যরূপে মনে করে। মায়া ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ হওয়ায় ঈশ্বর তাঁর মায়াজালে আবদ্ধ হন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও ঈশ্বরের মায়াশক্তির দ্বারা প্রতারিত হয়ে জগৎকে সত্যরূপে গ্রহণ করেন না—তাঁরা সর্বভূতে এক ও অদ্বয় ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু অজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞানবশত মায়াসৃষ্ট জগৎকে সত্য বলে মনে করে এবং ঈশ্বরকে সেই জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারকরূপে কল্পনা করে।

অনেক বৈদান্তিক শঙ্করের সগুণ ব্রহ্মকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় বলেছেন, কেননা অদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা। কিন্তু শঙ্করের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অজ্ঞতাপ্রসূত। ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মাভিন্ন আর সবই মিথ্যারূপে উপলব্ধ হলেও, আমাদের কাছে, সাধারণ বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে, ভাষার অতীত চিন্তায় বা নির্বিকল্পক চিন্তায় অসমর্থ ব্যক্তিদের কাছে, ঈশ্বরই পরমসৎ। সাধারণ মানুষের খণ্ডিত জ্ঞান মাত্রই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-বিষয়ের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। **নির্গুণ ও অভেদ ব্রহ্ম সম্পর্কে যে কোন উক্তি তাই সগুণ ও ভেদবিশিষ্ট ঈশ্বর** সংক্রান্ত উক্তিতে পরিণত হয়। এমনকি, ব্রহ্মকে 'নির্গুণগুণী' বললেও তা গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর সম্পর্কেই উক্তি করা হয়। সহজ কথায়, ব্রহ্ম সম্পর্কে কিছু উক্ত হলে তা ঈশ্বর সম্পর্কেই উক্তি হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বরই পরমার্থসৎ।

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের পরমপুরুষ—স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। ঈশ্বর তাঁর অন্তর্নিহিত

মায়াশক্তি থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং ধ্বংসের পর জগৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিলীন হবে। ঈশ্বর মায়াধীশ। ঈশ্বর মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু মায়ার অধীন নন। ঈশ্বর জগতের অন্তর্লীন প্রাণসত্তা, তাই অন্তর্যামী। তিনি জগল্লীন হয়েও জগৎ-অতিরিক্ত, কেননা ঈশ্বরের অনন্তশক্তি সীমিত জগতে নিঃশেষিত হতে পারে না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা ও ব্যবস্থাপক, তিনি জগতের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করেন। ঈশ্বর বিশুদ্ধ এক নয়, তিনি বহুকে নিয়ে এক। সবকিছু ঈশ্বরে স্থিত, ঈশ্বর-বহির্ভূত কিছুই নেই। জীবের কর্মানুসারে ফলদানের উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর জগৎ রচনা করেন। ঈশ্বর সক্রিয়, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। এই পরমপুরুষ **ঈশ্বরই জীবের উপাস্য দেবতা।**

শঙ্কর অবশ্য একথা মানেন যে, কোন যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। বিশ্বতাত্ত্বিক বা কারণবিষয়ক যুক্তিতে (Cosmological or causal argument) ঈশ্বরকে জগতের কারণরূপে স্বীকার করা হয়। কার্য যেমন কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণও তেমনি কার্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই, এই যুক্তিতে ঈশ্বরকে জগতের কারণরূপে গ্রহণ করার জন্য জগৎরূপ কার্যের দ্বারা ঈশ্বরও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফলে ঈশ্বরের অসীমত্ব হানি হয়। উদ্দেশ্যমূলক যুক্তিতে (Teleological argument) ঈশ্বরকে জগতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যরূপে স্বীকার করা হয়। এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য জগতের অন্তঃস্থ হতে পারে অথবা বহিঃস্থ হতে পারে। ঈশ্বর জগতের অন্তঃস্থ হলে ঈশ্বরের অসীমত্ব হানি হয়; আবার ঈশ্বর জগতের বহিঃস্থ হলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা, ঈশ্বরসান্নিধ্যলাভ, পূরণ হয় না। তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিতে (Ontological argument) ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা হয়। কিন্তু ধারণা থেকে, কেবল ধারণাটির 'ধারণারূপে' অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হলেও 'ধারণার বিষয়ের' অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। স্পষ্টতই, যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধন করা যায় না। **শঙ্কর এজন্য ব্রহ্মের সত্তা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে নিশ্ছিদ্র যুক্তিজালের আশ্রয় নিলেও, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণকে আশ্রয় না করে বিশ্বাসকেই অবলম্বনীয় বলেছেন**—শ্রুতি বা বেদোপনিষদে বিশ্বাস। বিভিন্ন উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে পুরুষোত্তমরূপে উপাস্য দেবতা বলা হয়েছে। **তবে, অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, ব্যবহারিক দিক থেকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর মিথ্যা না হলেও, পরমার্থিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মই কেবল সত্য।** ঈশ্বর-উপাসনা কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সম্ভব, পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। ধর্ম, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি ভেদ-নির্ভর—ভক্ত ও ভগবানের ভেদ, পূজ্য ও পূজকের ভেদ, উপাস্য ও উপাসকের ভেদ। কিন্তু শঙ্করের মতে ভেদ মিথ্যা—ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে সাধক যে মহাসত্যটি উপলব্ধি করে তা হল 'অয়ম্ ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম। এই স্তরে পূজ্য ও পূজকের ভেদ না থাকায় ধর্ম, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি সম্ভব হয় না। এই স্তরে নির্গুণ অসঙ্গ ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজ করে। কাজেই, উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে অদ্বয় ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

শঙ্করদর্শনে জীবনের তিনটি স্তরের উল্লেখ আছে : প্রথম স্তরে জীবের কাছে জগৎই সত্যরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মচেতনা হয় না। এই স্তরে আমরা জড়বাদী। দ্বিতীয় স্তরে জগতের কারণরূপে ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়। এই স্তরে আমরা জগতের বিভিন্নতা যেমন সত্য মনে করি, ঈশ্বরকেও তেমনি সত্য মনে করি। এই স্তর ধর্মীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে, ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হলে জগতের সঙ্গে ঈশ্বরও তিরোহিত হয় এবং তখন ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধ হয় না। এই তৃতীয় স্তরই জীবনের সর্বোচ্চ স্তর।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সার কথা হল— পরমার্থিক দৃষ্টিতে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্মের মায়াশক্তি-বশত এবং জীবের অবিদ্যাবশত, সেই একই ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বর। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যভিন্ন সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সগুণ ঈশ্বরই সত্য, পরমার্থিক দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য।